পোয়েটিক

লন্ডন একাদশ বাংলাদেশ বইমেলা সংখ্যা

পোয়েটিক

সাহিত্য-ম্যাগ

সম্পাদনা

এ কে এম আব্দুল্লাহ

প্রকাশকাল : লন্ডন বইমেলা ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১১১ নয়াপল্টন (৬ষ্ঠ তলা)
পল্টন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ : অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
ই-মেইল : anarjo5271@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.anarjo.com
প্রচ্ছদ : আবু জাফর আকরাম
গ্রাফিক্স ও বর্ণবিন্যাস : অনার্য
ISBN:978-984-8990-75-9

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বই বা বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Edited by AKM Abdullah
Published 2023 by Anarjo Publications Ltd
111 Nayapaltan (5th Floor), Dhaka-1000
MRP: Taka 400.00, US$ 25: 00 UK£ 20: 00

উৎসর্গ
প্রবাসী কবি/লেখকদের

সম্পাদকীয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের জন্য “বইমেলা” একটি উৎসবের মতো এবং যে কোনো উৎসবের তাৎপর্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। কারণ একটি উৎসবের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতি।

বইমেলা’ বা ‘গ্রন্থমেলা’ শব্দ দুটি যেন সাহিত্যমোদির প্রাণের সাথে গেঁথে রয়েছে। ‘বইমেলা’ শব্দটি যখন আমরা উচ্চারণ করি, আমাদের চোখের সামনে জ্বলমল করে ওঠে নানা রং প্রচ্ছদের বইয়ের সাজানো পসরা। সাজানো স্টল। যা বইপ্রেমী মানুষের প্রাণে আলোড়ন তোলে। মানুষকে আন্দোলিত করে টেনে আনে মেলা প্রাঙ্গণে। যেখানে জমে ওঠে লেখকদের স্বতস্ফুর্ত আড্ডা। নতুন বইয়ের ব্যাকুল মৌ মৌ গন্ধে মোহিত করে লেখক,পাঠক, বইপ্রেমী ও দর্শনার্থীদের।

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বা লন্ডন, আমেরিকা, ফ্রাঙ্কফুর্ট বা যেকোনো বইমেলায় আমরা কেবল বই ক্রয়- বিক্রয় করি না, বরং এই বইমেলাগুলোর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে একটি মেলবন্ধনের পথ তৈরী হয়। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে। সকলের সম্মিলনে আন্তরিকতায় গভীরতা আসে। তাই আমাদের জীবনে এই গ্রন্থমেলা সহ সব উৎসবই সবসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

অমর একুশের গ্রন্থমেলার মত লন্ডনে বইমেলাকে ঘিরে প্রতিবছর যে আয়োজন করা হয়, তা অনেক ব্যাপক এবং সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ থাকে। তাই এই বইমেলা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসকে প্রকাশক, লেখক, পাঠক এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের সাথে সম্পৃক্তকরণ সহজ করে তুলে নি:সন্দেহে।

যুক্তরাজ্য বসবাসরত লেখক পাঠক একুশের গ্রন্থমেলার মত লন্ডনের বইমেলার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। বইমেলায় অংশগ্রহণ করে সতেজ হোন।

নতুন বইয়ের ঘ্রাণ ফেলে আসা স্মৃতিকে উজ্জিবীত করে তোলে। লেখকরা এখন শুধু একুশের গ্রন্থমেলার জন্য বই প্রকাশের অপেক্ষা করেন না, অনেকেই লন্ডন বইমেলাকে ঘিরে প্রকাশ করেন নিজের বই। সাহিত্য ম্যাগ। এখানে পাঠকেরাও অপেক্ষায় থাকেন দেশ থেকে প্রকাশকদের নিয়ে আসা বইয়ের সাথে এখানের লেখকদের প্রকাশিত বই প্রকাশিত হোক। খুবই আনন্দের বিষয় যে, দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত গ্রন্থমেলায় প্রবাসীদের লেখা বিভিন্ন ধরনের বই ও লিটল ম্যাগ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবছর পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন নিরলসভাবে। এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মেকে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সফলভাবে।

এবারে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে , সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্যের আয়োজনে ‘একাদশ বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩’। এ উপলক্ষ্যে **অনার্য পাবলিকেশন্স** লি. থেকে কবিতা সংখ্যা প্রকাশের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করলে, **“পোয়েটিক- সাহিত্য ম্যাগ”** এর জন্য খুব অল্প সময়ে কবিতা সংগ্রহ শুরু করি। খুবই কম সময়ের নোটিশে বিলাতের সকল কবিদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। অল্প সময়ের নোটিশে অনেক কবি স্বতস্ফুর্ত সাড়া দিয়ে কবিতা পাঠিয়েছেন। এরকম সাড়া পেয়ে সত্যিই অনুপ্রানিত হয়েছি। যে সকল কবি, কবিতা পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারের “পোয়েটিক”-এ, ২৪জন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। সময় স্বল্পতায় চোখ ফাঁকি দিয়ে ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যপারে আমাকে জানানোর অনুরোধ রইল, যা পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করা হবে।
পরিশেষে অনার্যকে অনেক ধন্যবাদ পোয়েটিকটির- প্রকাশনার দায়ীত্ব নেয়ার জন্য।

এ কে এম আব্দুল্লাহ
লন্ডন,যুক্তরাজ্য
১৮ জুলাই ২০২৩

সূচিপত্র

ময়নূর রহমান বাবুল ১১
আতাউর রহমান মিলাদ ১৯
আবু মকসুদ ২৪
কাজল রশীদ ৩০
মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান ৩৫
এম মোসাইদ খান ৪০
মোহাম্মদ ইকবাল ৪৩
শামীম আহমদ ৪৯
লুনা রাহনুমা ৫৪
আসমা মতিন ৬০
ফাহমিদা ইয়াসমিন ৬৪
নূরজাহান শিল্পী ৬৯
মোহাম্মদ খয়রুজ্জামান খসরু ৭৫
মরিয়ম চৌধুরী ৮৩
জুয়েল রাজ ৮৬
উদয় শংকর দুর্জয় ৯৪
শাহ সোহেল ৯৯
লুৎফুন নাহার ১০৭
মুহাম্মদ মুহিদ ১১২
সফিয়া জাহির ১১৭
সাগর রহমান ১২০
ফেরদৌস সুলতানা ১২৭
জামিল সুলতান ১৩১
এ কে এম আব্দুল্লাহ ১৩৬

ময়নূর রহমান বাবুল

শান্তির নিঃশ্বাস

আকাশে হাত বাড়ালেই সূর্যটা পাওয়া যায়
চাঁদও চলে আসে হাতে
গ্রহ-উপগ্রহ মহাকাশে সাজানো অন্যসব
নক্ষত্রও কাছে আসে রাতে।

লক্ষ্যে কিংবা গন্তব্যে পৌঁছা খুবই সহজ হয়
সমগতির লোক যদি থাকে সাথে
নিকষ কালো দীর্ঘ আঁধার বহুদূরে চলে যায়
সোনালি সূর্য যদি ওঠে প্রভাতে।

অদম্য সাহসে ভয়কে জয় করে মানুষ যখন
বিজয় কেতন ওড়ায় আকাশে
প্রচণ্ড বিশ্বাসে বুক বেঁধে মানুষ এগিয়ে যায়
সমমনা লোক যদি থাকে পাশে।

গ্রহ-উপগ্রহসব আপন আলোয় আলোকিত হয়
বিশাল বিস্তর এই আকাশ
অবশেষে সব তিমির আঁধার ডিঙ্গিয়েই মানুষ
বুকভরে নেয় শান্তির নিঃশ্বাস।

ভান নয়

পুরোটাই দখলে রেখেছ তুমি
ভুঁই আগুনে পুড়িয়ে আমার প্রাণ,
না, কোনো ভান নয়। অভিমানও নয়,
ভোরের সূর্যের মতো সত্য,
সাগরের ঢেউয়ের মতো দুর্বার,
শ্রাবণের বৃষ্টির মতো নির্মল,
শীতের শিশিরের মতো স্বচ্ছ।

চৈত্রের খা খা খরায় ফেটে যাওয়া বুক
দখল হওয়া চর কিংবা খাস জমির মতো
এই হৃদয়খানির পুরোটাই রয়েছে আজ
তোমার একক কর্তৃত্ব আর দখলে, চাষে।

নেওয়ারতো কিছু আর নাই বাকি
নিয়ে গেছ সব লুটে, অকপটে-

আমিও দিইনি কোনো বাধা-
দিয়েছিতো উজাড় করে সকলই,
আঁচলে বেঁধে দিয়েছি চাবির গুচ্ছ,
থালাভরা রুপালি চাঁদের জোছনায়
পূর্ণ করে দিয়েছি অন্ধকার রাত।

পূর্ণিমায় ভরে দিয়েছি রাতের আঁধার
দিয়েছি সূর্য, আলোকিত ব্রহ্মাণ্ড,
সাহস দিয়েছি টর্নেডোর বুক থেকে এনে-
হিমালয় দেখিয়ে দৃঢ়তা দিয়েছি-
সাগরের ঢেউ থেকে প্রতিবাদী গান,
দিয়েছিতো আরো এবং আরো অনেক।

তুমি দখলতো নিয়েছ অনায়াসে-
রাঙামাটি থেকে সুসাং দুর্গাপুর
বাকুড়া থেকে মেদেনিপুর
কোনো গোলাগুলি কিংবা রক্তপাতহীন,
জানি না তবু কেন আজ-
তোমার সাথে এতো দূরাদূর !

আমিতো নীরব পড়ে আছি, কিন্তু-
না, এ আমার ভান নয়-
নয় কোনো অভিমান,
একটু কেবল মিনতি-
তরতাজাপ্রাণ, এই হৃদয়টা আমার
রেখো শুধু অনির্বাণ...
চাই, গুম-দখলের হোক অবসান।

নিঃসঙ্গতা

এড়িয়ে যাওয়া তোমার স্বভাব
এটাতো চিরন্তন সত্যের মতো,
অতীতেও বারবার, বহুবার
তুমি এড়িয়ে গেছ সকল সময়।

এড়িয়ে গেছ ভালোবাসা, সংসার,
সম্পর্ক এবং আমার কবিতাও,
অবশ্য এজন্যে আমার কোনো মর্মদাহ নেই,
সারাটা উঠোনও যদি পড়ে থাকে শূন্য
ঘাসও যদি জন্মে ভালোবাসার বৈঠকখানায়-

ক্ষতি কী ? এ সবক নিয়েইতো শিখেছি
জীবে দয়া আর মানুষকে ভালোবাসতে।
যদিও ভালোবাসা অবহেলিত এখন
সমগ্র পৃথিবী জুড়ে !

ম্যাসেজ, এসএমএস, ভয়েসমেইল
ইদানীং এড়িয়ে যাচ্ছ ফোনকলও।

ভালোবেসেছিলাম,
ভালোবেসেই যাব-
এড়িয়ে যাও কিংবা অবহেলা কর,
তুমি বুঝ আর না বুঝ-
হিজাব জড়ালেই কিন্তু
ধার্মিক হওয়া যায় না।

এড়িয়ে চললেই অভিজাত হওয়া যায় না,
ভালোবাসি, অভিরাম বাসবো
নিরলস ভালোবেসেই যাবো-
এই পৃথিবীকে, মানুষকে...

তবে কি ভালোবেসেই মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যায় ?

নদী ভাঙন থামেনি এখনো

নদী ভাঙার শব্দ শুনতে শুনতে
দেশ ছেড়ে চলে এসেছি দূরে-
বসতভিটা হারিয়ে অনেকেই যেমন
চলে যায় তেপান্তরে।
হয়ে যায় যাযাবর, উদ্বাস্তু।
ঘরহারা, ভিটেহারা, বাড়িহারা, স্বজনহারা
সব হারিয়ে নিঃস্ব ! স্বর্বহারা !

সৎ থাকার সত্যকে বুকে জড়িয়ে
আমি যখন পরবাসী।

অবশেষে আমার স্বেচ্ছা নির্বসন থেকেই
তোমার যাত্রা শুরু - খেলা শুরু...
তুমি খেলছ, রাজনীতি, অর্থনীতি
ঘুঁটির পর ঘুটি চাল দিয়ে যাচ্ছ তুমি
তোমার খেলায় তুমি জিতেছ ঠিকই...
কিন্তু নদী ভাঙন তো থামেনি !
নদী ভাঙন চলছে এখনো বিরামহীন !